ভাষার কথা আশার কথা

মাহমুদা রুনু

শিশুটি দাঁড়িয়ে ছিলো
শহীদ মিনারের পাদদেশে
একটি কৃষ্ণচুড়া আর একটি লাল গোলাপ হাতে ।

একজন রমনী কপালে অসম্ভভ লাল টিপ —-
সবুজের আভরনে দৃপ্ত ।
কিন্তু ওর চোখ ভরা এতো অশ্রু কেন?
পাশেই বয়ে যায় খরস্রোতা নদী, অশ্রুনদী ।
পয়ত্রিশ বছরের অশ্রুধারায়
ভাসে ———
বর্ণমালা রাশিরাশি,
দোয়েল কোয়েল শালিক বন্দনা মুনিয়া
শাপলা কচুরিপানা পদ্ম আর
অগনিত বোদ্ধা মানব ।
প্রাণান্ত প্রচেস্টায় শ্বাস-প্রশ্বাস ধরে আছে ।
কারণ —
আকাশ থেকে ভেসে আসা বিরুদ্ধ-ভাষা
ওদের বুকে চেপে আছে ।
রমনীর কান্নার লোনাজল দ্বীপে
ওরা আশ্রিত ।

শিশুটি ওর হাত ধরে এগোয়
শহীদ মিনারে ।
এক ধাপ দু ধাপ ॥॥॥। একশ ধাপ॥॥॥ শহস্র ধাপ
আর কয়েকটা সিড়ি
ওরা প্রায় চলে এসেছে ওদের
আরাধ্য বেদীতে ।
ফুল দুটো একটি দাদুর-বাবার জন্য
আর একটি দাদুর ।
একজন ৫২ আর একজন ৭১ ।

রমনীর লাল টিপ আরো গাঢ় লাল হোয়ে যায়
প্রত্যাশার জ্বলজলে আশার আশায় ।
শিশুর হাতের কৃষ্ণচুড়া আর লাল গোলাপ
আশার কথা বলে ভাষার প্রত্যাশিত ভাষনে ।

আমরা সবাই আরাধ্য বেদীর কাছে যাচ্ছি ।
৫২ আর ৭১ এর ——
প্রলয়ঙ্করী অবলম্বনে দৃঢ় অটল পদক্ষেপে ।
আবার যুদ্ধ
প্রেরনার বোদ্ধা অরোধ্য মস্তিস্ক শক্তি দিয়ে ।

আমরা প্রায় চলে এসেছি আমাদের
আরাধ্য বেদীতে ।
ভাষায় ভাস্বর আশায় অবিনশ্বর -
সবুজের আভরনে লাল টিপ রমনীর
সম্ভ্রম স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় ।
শিশুটি আশায় উদ্ভাসিত
রমনী ভাষায় উন্মেলিত ।

আমরা প্রায় চলে এসেছি আমাদের
আরাধ্য বেদীতে ।

শিশুটির হাতে দুটো ফুল ।
একটি দাদুর-বাবার জন্য
আর একটি দাদুর ।
একজন ৫২ আর একজন ৭১ ।

৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৭